ধারাবাহিক রচনা

শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্ম : বেদান্তভাবনা

রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত

[স্বনামধন্য পণ্ডিত ও চিন্তাবিদ রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্তের পরিচয় নতুন করে দেওয়ার প্রয়োজন নেই। তাঁর জীবৎকালে তাঁর সঙ্গে নিবোধত-র ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল, এ-পত্রিকায় স্বতঃপ্রণোদিত হয়েই বহুবার লেখা দিয়েছেন তিনি। গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচারে তাঁর দেওয়া 'Sri Ramakrishna's Religion' নামে ইংরেজি বক্তৃতামালা গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেছিলেন পূজনীয় স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী মহারাজ। প্রখ্যাত মনীষীর মননঋদ্ধ বক্তৃতাগুলির অনুবাদ প্রকাশে আমরা ব্রতী হয়েছি। অনুবাদ করছেন **সঙ্ঘমিত্রা দাশগুপ্ত**।—সঃ]

এই অধ্যায়ে আমরা বিচার করব কোন অর্থে শ্রীরামকৃষ্ণের অধ্যাত্মদর্শন বেদান্তাশ্রিত। বস্তুত, প্রচলিত অর্থে শ্রীরামকৃষ্ণকে বৈদান্তিক পণ্ডিত বলা যায় না। 'কথামৃত' গ্রন্থে কথাপ্রসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন বেদান্তের একখানি গ্রন্থও তিনি পড়েননি। তথাপি তাঁর অধ্যাত্মজীবন গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে তাঁর ধর্মভাবনার যে-পরিচয় আমরা পাই তা থেকে উপলব্ধ হয় যে, বৈদান্তিক পণ্ডিত না হয়েও তিনি একজন বেদান্তী।

'বেদান্ত' বলতে আমরা বুঝি প্রধানত বেদান্তের মুখ্য গ্রন্থসমূহ বা উপনিষদাবলি, বাদরায়ণকৃত 'ব্রহ্মসূত্র' শীর্ষক গ্রন্থে উপস্থাপিত উপনিষদের ব্যাখ্যা এবং এই গ্রন্থকে উপজীব্য করে মধ্যযুগের দার্শনিকদের রচিত বিপুলায়তন ভাষ্যগ্রন্থ-সংকলন। এই ভাষ্যকারদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ নবম শতকের শংকরাচার্য ও একাদশ শতকের রামানুজ। এছাড়া ভারতীয় দর্শনের ঐতিহ্যে 'ভগবদ্‌গীতা'কেও বেদান্তভিত্তিক বলে গণ্য করা হয়। সুতরাং আমরা দেখি যে 'প্রস্থানত্রয়'—শ্রুতি, স্মৃতি ও ন্যায়—এই শ্রেণির গ্রন্থগুলির মধ্যে পার্থক্য বিচার করে না। দেখা যায়, উপনিষদের গ্রন্থাবলি শ্রুতির অন্তর্ভুক্ত, গীতা স্মৃতির অন্তর্গত ও ব্রহ্মসূত্র ন্যায়ের অন্তর্গত। সুতরাং 'বেদান্ত' কোনও একটি বিশেষ গ্রন্থে বিধৃত নয়। বেদান্ত আমাদের সমগ্র আধ্যাত্মিক ভাবনায় অনুপ্রবিষ্ট ঐতিহ্য। আমাদের শরীরে প্রবাহিত রক্তধারার মতো বেদান্ত আমাদের অধ্যাত্মজীবনের সঙ্গে ওতপ্রোত। নির্দিষ্ট একটি বা কয়েকটি গ্রন্থের মাধ্যমে বেদান্তদর্শনকে চিহ্নিত করা সম্ভব নয়।

এছাড়া ভারতের বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় রচিত ভক্তিগীতিগুলিও বেদান্তভিত্তিক। মধ্যযুগের তামিল আলওয়ারদের থেকে শুরু করে আধুনিক কালের রবীন্দ্রনাথের ভক্তিসংগীত বেদান্তভাবনার ওপর প্রতিষ্ঠিত। এমনকী একথাও বলা হয় যে, রামানুজের বেদান্তদর্শন আলওয়ারদের স্তোত্র দ্বারা অনুপ্রাণিত। মধ্যযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভক্তকবি কবীর শুধু যে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন তা নয়, সংস্কৃতভাষাকে

তিনি কুয়োর বদ্ধজলের সঙ্গে তুলনা করেছেন; অপরপক্ষে কথ্যভাষা তাঁর মতে প্রবহমান নদীর মতো। তা সত্ত্বেও কবীরের ভক্তিগীতির ভিত্তিভূমি বেদান্তভাবনা। আমি নিজে মনে করি 'কথামৃত' বেদান্তদর্শনের সারতত্ত্ব। এবং আমার ধারণা এজন্যই বিবেকানন্দ তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণকে 'জীবন্ত বেদান্ত' অভিধায় ভূষিত করেছেন এবং একই কারণে ক্রিস্টোফার ইশারউড বলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ 'মানবদেহে মূর্ত বেদান্তের শ্রেষ্ঠতম উদাহরণ।'

প্রকৃতই শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে আমরা দু-হাজার বছরেরও বেশি প্রাচীন বেদান্তদর্শনের নববিকাশ প্রত্যক্ষ করি। বেদান্ত ঐতিহ্যের এই নতুন উন্মেষের সত্যিই আবশ্যকতা ছিল। উপনিষদে একটিমাত্র ঐক্যবদ্ধ মতবাদ উপস্থাপিত নয়। ঋষিরা আপন স্বজ্ঞালব্ধ অনুভূতির ওপর অটল বিশ্বাসবশত কেবলমাত্র কিছু প্রচলিত তত্ত্বের প্রতিধ্বনি করেননি। উপনিষদে শুধু একটিমাত্র কণ্ঠই শ্রুত হয় না, তা বহু কণ্ঠে কথা বলে। উপনিষদে ব্যক্ত সব ভাবনাই আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতালব্ধ সত্য এবং এখানেই তাদের ঐক্যসূত্র। মতবাদভিত্তিক ঐক্যের চেয়ে উপলব্ধ এই জীবন্ত সত্য অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এটিই চিরকালীন সত্য। উপনিষদের তত্ত্ব বিভিন্ন অর্থে ও বহুমাত্রিক স্তরে ব্যাখ্যাত। এইটি উপলব্ধি করে বাদরায়ণ এমন একটি দর্শন উপস্থাপিত করেছেন যা এইসব বিভিন্ন ব্যাখ্যার মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করে। তাঁর 'ব্রহ্মসূত্র' ঈশ্বরের একত্বভাবনাকে উপনিষদের মূলসূত্ররূপে প্রতিপাদ্য করে। কিন্তু তাঁর সূত্রাকারে রচিত গ্রন্থটি অতিগূঢ় অর্থসূচক লিখন-শৈলীর ফলে স্থানে স্থানে প্রায় দুর্বোধ্য, সুতরাং বিভিন্ন দার্শনিকদের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন রূপে ব্যাখ্যাত।

কোনও কোনও ভাষ্যকারের মতে বাদরায়ণের দর্শন অদ্বৈতবাদী, অধিকাংশের মতে দ্বৈতবাদী। যদিও ভাষ্যকারেরা নানাভাবে তাঁর ভাবনার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেছেন, এই দর্শনকে মূলত দুটি ধারায় বিভক্ত করা যায় : দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ। রামানুজ ঈশ্বরকে বিষ্ণুরূপে প্রত্যক্ষ করেছেন এবং তিনি মনে করতেন, বিষ্ণুকে দেবালয়ে প্রতিষ্ঠা করে পূজা করা উচিত। এই কারণে রামানুজকে দ্বৈতবাদী মানতে হয়, যদিও রামানুজ স্বয়ং নিজেকে অদ্বৈতবাদী বলে গণ্য করতেন। আবার কোনও কোনও দার্শনিক দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ দুটিকেই মূল্য দিয়ে নিজেদের মতকে 'দ্বৈতাদ্বৈতভাব' আখ্যা দিয়েছেন।

নিম্বার্কের দর্শন একটি মতবাদের মধ্যেই দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ এই উভয় দর্শনের উপস্থিতির নিদর্শন। ত্রয়োদশ শতকের শেষভাগে রচিত নিম্বার্কের 'বেদান্ত-পারিজাত-সৌরভ' গ্রন্থটি দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদের সমন্বয়সাধনের একটি দৃষ্টান্তস্বরূপ। নিম্বার্ক রাধা ও কৃষ্ণের উপাসক, এবং রামানুজ বিষ্ণু ও লক্ষ্মীর উপাসক। নিম্বার্ক ও রামানুজ উভয়েই ব্যক্তি ঈশ্বরে বিশ্বাসী, অপরদিকে শংকরের 'ব্রহ্ম' নৈর্ব্যক্তিক।

বেদান্তের ইতিহাস অনুসরণ করলে দেখা যায় শংকরের নির্গুণ, নির্বিশেষ, নিরুপাধিক ব্রহ্মের ধারণা থেকে আমরা ক্রমে ক্রমে সগুণ বিশেষ ব্রহ্মের ধারণায় উপনীত হয়েছি। এই 'ব্রহ্ম' নিজ সৃষ্টির থেকে পৃথক এক অস্তিত্ব, এবং ব্যক্তি ঈশ্বর—যাঁকে ঈশ্বররূপে ভালবাসা যায়। শংকরের অদ্বৈত দর্শন ও রামানুজের দ্বৈত দর্শনের মধ্যে প্রতিযোগিতার শেষ বিচারে জয় রামানুজের দ্বৈতবাদের। শংকরের অদ্বৈতবাদ ভারতের গভীরতম দর্শন যা আধ্যাত্মিক সাধনার উচ্চতম স্তরকে চিহ্নিত করে। অন্যদিকে দ্বৈতবাদ বহু মানুষের কাছে সহজবোধ্য এক ধারণা। একজন সাধারণ হিন্দু কখনই অদ্বৈতবাদকে অস্বীকার করবে না, কিন্তু সেইসঙ্গে সে একথাও বলে যে আধ্যাত্মিকতার এই উচ্চস্তরে উত্তরণ তার সাধ্যাতীত। জনসাধারণের ধর্মচেতনার গভীরে নিহিত এই আপাত-স্ববিরোধী ভাবটি বুঝতে পেরে

শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদের দ্বৈতবাদের পথের নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু অদ্বৈতবাদকে তিনি কখনই অস্বীকার করেননি। বরং তিনি স্বয়ং অদ্বৈতবাদী আধ্যাত্মিক অনুভূতি লাভ করেছিলেন। তাঁর এই অভিজ্ঞতা অনির্বচনীয়।

মনোযোগ সহকারে 'কথামৃত' পাঠ করে শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীর মর্মোদ্ধার করার চেষ্টা করলে, তাঁর হাসি, অশ্রু, কথা ও নীরবতার অনুধ্যান করলে বুঝতে পারা যায় শ্রীরামকৃষ্ণ উপলব্ধি করেছিলেন আমাদের আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডলের বর্ণাঢ্য বিস্তৃত পরিধি। এর প্রতিটি বর্ণের আভাসেই শ্রীরামকৃষ্ণ প্রত্যক্ষ করেছিলেন সত্যকে এবং তিনি নিজেও বিচিত্র আধ্যাত্মিক অনুভূতি লাভে বিশ্বাসী ছিলেন। এমনকী তিনি প্রতিমাপূজাও স্বীকার করতেন এই বিশ্বাসে যে, প্রতিমার সামনে বসে মানুষ ক্রমে প্রতীকের ঊর্ধ্বে উত্তরণ করতে সক্ষম হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্ম মানুষকে ধর্মীয় স্বাধীনতা দেয়, তাকে কোনও নির্দিষ্ট মতবাদ বা সম্প্রদায়ের সীমায় আবদ্ধ করে না এবং এইখানেই তাঁর ধর্মভাবনার অভিনবত্ব। শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্ম কোনও প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসকে অস্বীকার করে না, তথাপি তাঁর ধর্ম অভিনবত্বের দাবি রাখে। হয়তো এই ধারণার বশবর্তী হয়েই আর্নল্ড টয়েনবি তাঁর সম্বন্ধে বলেছেন, শ্রীরামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক চর্চা এবং অনুভূতি যে-উচ্চ স্তরে উত্তরণ করেছিল সেখানে হয়তো ভারতের বা অন্য কোনও দেশের, কোনও মহান ধর্মাচার্যই পৌঁছতে সক্ষম হননি।

প্রশ্ন এই, সেক্ষেত্রে আমরা কীভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের বেদান্তভাবনা চিহ্নিত করব এবং আমাদের ধর্মীয় ইতিহাসের সঙ্গে তাঁর সাযুজ্য স্থাপন করব? তাঁর মতবাদকে দ্বৈতবেদান্ত বলে অভিহিত করতে পারি না, কারণ তিনি কখনই অদ্বৈতবেদান্ত দর্শনকে বর্জন করেননি। আবার এই মতকে অদ্বৈতবেদান্ত বলেও অভিহিত করতে পারি না কারণ তিনি দ্বৈতবেদান্তকে অস্বীকার করেননি। শ্রীরামকৃষ্ণ এক ব্যক্তি-ঈশ্বরের ধ্যান করে তাঁকে মা কালীর মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছেন, তথাপি নৈর্ব্যক্তিক ঈশ্বরীয় ধারণাকে কখনই অস্বীকার করেননি। কোনও একটি বিশেষ বেদান্তভাবের মধ্যে যখন কোনও নতুনত্বের সন্ধান পাই, তখন সেই ভাবকে 'নববেদান্ত' বা নতুন ধারার বেদান্ত আখ্যা দেওয়ার প্রবণতা আমাদের মধ্যে দেখা যায়। কিন্তু 'নব' এই শব্দটি আমাদের বেদান্তভাবনায় কিছু বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারে। আমরা যদি শ্রীরামকৃষ্ণ অথবা স্বামী বিবেকানন্দের বেদান্তভাবনাকে 'নববেদান্ত' আখ্যা দিই, তাহলে প্রথমেই আমাদের 'মূল বেদান্ত' অথবা প্রাচীন বেদান্ত কী তা চিহ্নিত করতে হবে। এই মূল বেদান্তকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করেই উদ্ভূত হয়েছে 'নববেদান্ত'। প্রশ্ন ওঠে, কী সেই 'মূল বেদান্ত'? আমাদের ধর্মীয় দর্শনের ইতিহাস শংকরের অদ্বৈত দর্শনকেই 'মূল বেদান্ত' গণ্য করে এবং এই অদ্বৈতবাদ শংকর অপেক্ষাও প্রাচীন। 'ব্রহ্মসূত্র' বা 'বেদান্তসূত্রে' উপস্থাপিত সর্বপ্রথম ব্যাখ্যাকেই মূল বেদান্ত মনে করা হয়। আমাদের ধর্ম-দর্শনের ইতিহাসে অদ্বৈতবেদান্তই মুখ্যস্থান অধিকার করে। অন্যান্য বেদান্তব্যাখ্যাকে মূল বেদান্ততত্ত্বের ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা বলে গণ্য করা হয়।

কিন্তু মৌলিক ভাবনা হলেই যে তাকে বিশ্বজনীন হতেই হবে তা নয়। আমাদের বেদান্ত-দর্শন অনেকাংশেই মূল অদ্বৈতদর্শনের বিভিন্ন ভাষ্যের ইতিহাস। ক্রমাগত বিবর্তনের মধ্য দিয়েই বেদান্ত পূর্ণতার অভিমুখে অগ্রসর হয়ে চলেছে এবং এইভাবে বিবর্তিত হয়ে চলার মধ্যেই নিহিত বেদান্তের সৃজনশীল সক্রিয় শক্তি। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করলে শংকরের পরবর্তী বেদান্তের সকল উপস্থাপনাকেই নব্য বেদান্ত বলা যেতে পারে। রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈত দর্শনকেও 'নববেদান্ত' বলে অভিহিত করা যায়, কারণ এই

ভাষ্যও শংকরের অদ্বৈতবাদ থেকে ভিন্ন। ইংরেজ কবি বলেন, ঈশ্বর নানাভাবে নিজের পূর্ণত্ব লাভ করেন। ধর্ম বিষয়েও একই কথা। এই আধ্যাত্মিক পুনরুজ্জীবন ও নবীকরণের সম্ভাবনার কথা স্মরণ করেই স্বামী বিবেকানন্দ প্রশ্ন করেন, ''ঈশ্বরের সকল কথা কি ফুরাইয়া গিয়াছে?'' বিবেকানন্দের মতে, বেদান্ত বিচিত্রমুখী এক দর্শন। বহু বিবর্তনের মধ্য দিয়ে তার পূর্ণতার অভিমুখে যাত্রা। শ্রীরামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক জীবনে স্বামী বিবেকানন্দ বেদান্তের এক নবীনতর পূর্ণ বিকাশ প্রত্যক্ষ করেছেন, যার মধ্যে মূল বেদান্তের সারতত্ত্ব পূর্ণ মাত্রায় বর্তমান। শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্কারমুক্ত উদার ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির ভূমিতেই প্রোথিত বিবেকানন্দের বিশ্বজনীন ধর্মভাবনার শিকড় এবং এর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই তিনি বলেন, ''সব ধর্মই সত্য''।

রামকৃষ্ণ কখনই 'নববেদান্ত' শব্দটি ব্যবহার করেননি, তথাপি আমি তাঁর ধর্মকে 'নববেদান্ত' বলেই চিহ্নিত করছি। বস্তুত বিবেকানন্দ নিজেও তাঁর ধর্মকে 'নববেদান্ত' বলেননি। অবশ্য তিনি তাঁর ব্যাখ্যাত বেদান্তকে 'ব্যাবহারিক বেদান্ত' বলে বিশেষভাবে চিহ্নিত করেছেন। কে যে সর্বপ্রথম শ্রীরামকৃষ্ণ বা বিবেকানন্দের বেদান্তধারণাকে 'নববেদান্ত' নামে অভিহিত করেছিলেন তা আমার জানা নেই। স্বামী প্রভানন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের একজন প্রাচীন সন্ন্যাসী, শ্রীরামকৃষ্ণের সার্বভৌমিক ধর্মচেতনার মধ্যে 'নববেদান্তের' ভিত্তির সন্ধান পেয়েছেন। ইনস্টিটিউট অব কালচার থেকে ১৯৮৮ সালে প্রকাশিত 'Studies on Sri Ramakrishna' শীর্ষক গ্রন্থে স্বামী প্রভানন্দ তাঁর 'ব্রাহ্ম আন্দোলন ও শ্রীরামকৃষ্ণ' নামক প্রবন্ধে লেখেন : ''শ্রীরামকৃষ্ণের উদার সর্বব্যাপী দৃষ্টিভঙ্গি হিন্দুধর্মকে নৈতিক মর্যাদা ও দার্শনিক ভিত্তিতে পুনঃস্থাপিত করল এবং হিন্দুদের নিকট বহু মূল্যবানরূপে সমাদৃত আধ্যাত্মিক মূল্যবোধে নতুন মাত্রা সংযোজন করল। এইভাবে অভ্যুদয় হল এক নববেদান্তভাবনার। এই ভাবনা হিন্দুদের সকল সম্প্রদায় এবং অন্যান্য ধর্মমতগুলিকেও এক পারস্পরিক সহমর্মিতা, প্রেম ও সহানুভূতির স্বর্ণবন্ধনে আবদ্ধ করল।''

শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথকে বলেছিলেন, ''সত্য বলছি, আমি বেদান্ত আদি শাস্ত্র পড়ি নাই বলে একটু দুঃখ হয় না। আমি জানি বেদান্তের সার, ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা।'' বস্তুত বেদান্তদর্শনের মূলভাব উপলব্ধি করার জন্য বেদান্তগ্রন্থ পাঠের প্রয়োজন নেই। বেদান্ত আমাদের দেশের আধ্যাত্মিক প্রাণবায়ু। আমাদের চারপাশে যা কিছু দেখি বা শুনি সেসবই যেন আমাদের অন্তরে বেদান্তের বাণী সঞ্চারিত করে। সূর্যকিরণের মধ্য দিয়ে, বৃষ্টিধারার মধ্য দিয়ে বেদান্ত আমাদের ছুঁয়ে যায়, হিমালয়ের তুষারাবৃত শিখরে যেমন বেদান্ত-সত্য ঝলমল করে, তেমনি নদীকল্লোলে শ্রুত হয় বেদান্তের বাণী। বেদান্তের বাণী ছড়িয়ে থাকে আমাদের সংগীতে ও প্রার্থনায়। যাই হোক না কেন, আপনাদের মনে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উঠতে পারে যে, শ্রীরামকৃষ্ণ দ্বৈতবাদী, না অদ্বৈতবাদী? শ্রীরামকৃষ্ণ কোনওরকম দার্শনিক আলোচনা অথবা বিতর্কমূলক প্রসঙ্গ এড়িয়ে চলতেন। তিনি সাম্প্রদায়িকতায় বিশ্বাস করতেন না। কথোপকথনে তিনি আধ্যাত্মিক পরিভাষা ব্যবহার করতেন না, এবং আমার ধারণা, তিনি কথামৃত-তে নিজের সকল ধারণা ও ভাবনা সম্পূর্ণরূপে খুলে বলেননি। তিনি কেবলমাত্র সেই সব কথাই বলেছেন যা তাঁর শ্রোতাদের পক্ষে হিতকর হবে বলে তিনি মনে করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন ঈশ্বর সাকার এবং নিরাকার দুইই, এবং বিশদ ব্যাখ্যা করে বলেছেন, ''যেমন অনন্ত জলরাশি।... কূল-কিনারা নাই... কোন কোন স্থানে বরফ হয়েছে; বেশি ঠাণ্ডাতে বরফ হয়। ঠিক সেইরূপ ভক্তি-হিমে সাকাররূপ দর্শন হয়। আবার

যেমন সূর্য উঠলে বরফ গলে যায়—যেমন জল তেমন জল, ঠিক সেইরূপ জ্ঞানপথ—বিচারপথ—দিয়ে গেলে সাকাররূপ আর দেখা যায় না; আবার সব নিরাকার। জ্ঞানসূর্য উদয় হওয়াতে সাকার বরফ গলে গেল।" সমগ্র কথামৃত গ্রন্থটিতে ভক্তিভাবকে বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণের 'নববেদান্তে'র মূলসুরটি ভক্তিভাব।

ফরাসি চিন্তাবিদ রোমাঁ্যা রোলাঁ্যা বিশ্বের, বিশেষত পাশ্চাত্য জগতের সামনে শ্রীরামকৃষ্ণকে তুলে ধরে বলেছিলেন : ''ইউরোপের জন্য আমি নিয়ে আসছি এক নতুন হেমন্তের ফসল, আত্মার এক নতুন বাণী, ভারতের ঐকতান।" রোলাঁ্যা যথার্থই অনুভব করেছিলেন যে শ্রীরামকৃষ্ণের কণ্ঠে কেবলমাত্র ভারতের প্রাচীন বেদান্তভাবনা প্রতিধ্বনিত হয়নি। এক নতুন কণ্ঠে বেদান্তের সারতত্ত্ব নতুন ভাবে ব্যক্ত হয়েছে। রোলাঁ্যার বাণীকে 'ঐকতান' অভিধা দেওয়া নিঃসন্দেহে সংগত ও যথার্থ। ঐকতান শুধুমাত্র একটি স্বর থেকে উৎসারিত হয় না। ঐকতানের সৃষ্টি হয় বহু স্বরের সমন্বয়ে, বহু সুরের সঙ্গে সংগতি রক্ষা করে। শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীকে 'ঐকতান' অভিধা দেওয়ার কারণ বহু মতবাদের সমন্বয়ে সৃষ্ট তাঁর ধর্মভাবনা। শ্রীরামকৃষ্ণ কেবলমাত্র যেকোনও একটি মতবাদ—যেমন শুধুই অদ্বৈতবাদ বা শুধুমাত্র দ্বৈতবাদ প্রচার করেননি। তাঁর উপদেশ ও বাণী ভারতের প্রধান দার্শনিক মতবাদগুলির সমন্বয়ে গঠিত এক সৃজনশীল ভাবনা থেকে উৎসারিত। রোলাঁ্যা একথাও বলেন যে তিনকোটি জনসাধারণের ভাবনায় নিহিত দুহাজার বছরেরও প্রাচীন আধ্যাত্মিকতার পরিপূর্ণ রূপ শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবনায় মূর্ত হয়েছে। এখানে 'পরিপূর্ণ' শব্দটি গভীর অর্থবহ। এর অর্থ—বহু সম্ভাবনার পরিপূর্ণ প্রকাশ। এই শব্দটি এমন এক আধ্যাত্মিক চেতনার সামগ্রিক রূপকে নির্দেশ করে যা বিভিন্ন ধারণা ও অনুভূতির ঐক্যভাব ধারণ করে, এই ঐক্যভাব থেকে কিছুই হারিয়ে যায় না। এখানে সব ভাব নতুন করে আবিষ্কৃত হয়, নতুন জীবন লাভ করে সঞ্জীবিত হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ এই সমন্বয়ের দিকটি তুলে ধরে লিখেছেন, "Great souls like Ramakrishna Paramahamsa have a comprehensive vision of truth, they have the power to grasp the significance of reality that is one in all."

এই ব্যাপকতা বোঝাতে স্যার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল শ্রীরামকৃষ্ণকে আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে এক 'বিশ্বজনীন মানবতাবাদী' বলে অভিহিত করেছেন। ১৯০৭ সালে প্রথম প্রকাশিত 'Memories of Sri Ramakrishna' শীর্ষক স্মৃতিচারণাতে স্বামী অভেদানন্দ লেখেন, ''শ্রীরামকৃষ্ণের ঐশী ব্যক্তিত্ব ছিল বহুমুখী, তা সত্ত্বেও তাঁর মধ্যে অন্তর্নিহিত একত্বের উপস্থিতি লক্ষণীয়। বহু ধর্মের অন্তর্নিহিত সত্যের একত্বকে চিহ্নিত করার জন্য এই বৈশিষ্ট্যের প্রয়োজন আছে। নানা সম্প্রদায়ের ধর্মমতগুলি এই একত্বেরই বিভিন্ন দিকের প্রকাশক।"

শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের ধর্মমত অনুধ্যান করলে দেখা যাবে, এই ধর্মকে নববেদান্ত আখ্যা দেওয়া চলে, অর্থাৎ তাঁরা বেদান্তের মূলতত্ত্বকে অস্বীকার না করে, তাকে নতুন ভাবে ব্যাখ্যা করে সঞ্জীবিত ও সুরভিত করে তুলেছেন।

যে অর্থে প্লটিনাসকে নব্য-প্লেটোবাদী বা Caird কে নব্য-হেগেলবাদী বলা হয় সে অর্থে কি শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মকে নববেদান্ত বলা যায়? আমার মনে হয় না এ-জাতীয় তুলনা করে বিশেষ লাভ হবে। প্লটিনাস প্লেটোর মতবাদ অতিক্রম করেননি এবং নব-অ্যারিস্টটলপন্থী একুয়িনিয়াসও অ্যারিস্টটলকে অতিক্রম করেননি যদিও একটি মাত্র ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম দেখা যায়। সেটি হল এই দর্শনের ভিত্তিতে তিনি খ্রিস্টধর্মের ব্যাখ্যা করেছেন।

অন্যদিকে, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নববেদান্ত-ভাবনায় যে-নবীন অধ্যাত্মচেতনার পরিচয় পাই তা আর কোথাও পাই না। শংকর অথবা রামানুজকৃত বেদান্তের ব্যাখ্যাতে তা মেলে না। এই অধ্যাত্মচেতনা বেদান্ত অনুসারী, তবুও বেদান্তের ব্যাখ্যায় এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে। 'এই দৃশ্যমান জগৎ মিথ্যা কি না' সে-প্রশ্নের উত্তরে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, যখন আমরা বেল ফলের উল্লেখ করি আমরা শুধুমাত্র ফলটির ভেতরের শাঁসের কথা বলি না; সেটি ফলের সব অংশেরই সমাহার। অনুরূপভাবে, ঈশ্বরের সৃষ্টিতে কিছুই মিথ্যা নয়।

বেদান্তদর্শনের জ্ঞানকে সম্পূর্ণ আত্মস্থ করেছেন যে-বেদান্তী, তাঁর দৃষ্টিতে দেখলে আমরা উপলব্ধি করি যে শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্তকে অতিক্রম করে, তার ঊর্ধ্বে উত্তরণ করেছেন। অক্ষয়কুমার সেন তাঁর 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথি' শীর্ষক পদ্যচ্ছন্দে রচিত শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনচরিতে লেখেন : ''চরম উপলব্ধি প্রভুর কীর্তিত।/বেদান্তের মধ্যে তাহা না পায় পণ্ডিত॥/হেথায় প্রভুদেব বেদান্তের পার।/কেমনে বেদান্ত পাবে সমাচার তার॥''

অক্ষয়কুমার সেনের বক্তব্য থেকে একথা স্পষ্ট যে, বেদান্তের পণ্ডিত শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীতে বেদান্তকে পাবে না কারণ তিনি বেদান্তেরও ঊর্ধ্বে গিয়েছেন। অদ্বৈতবাদী বেদান্তদর্শনই বেদান্তের ঊর্ধ্বে উত্তরণের ছাড়পত্র প্রদানে সক্ষম, কারণ এ-অদ্বৈতবাদ 'একত্ব'তে বিশ্বাস করে, এই 'একত্ব' দ্বারা সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডকে বোঝায়। 'বেদান্ত একটি বিশ্বজনীন চেতনা'—এই বিশ্বাস থেকেই প্রতীতি জন্মায় যে বেদান্তের পারে উত্তরণ করলেও, অবশেষে বেদান্তে ফিরে আসা ব্যতীত অন্য পথ নেই। এই ভাবনা বেদান্তকে এক সতত সৃজনশীল ক্রিয়াশক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত করে, যে-প্রক্রিয়ায় সর্বদাই বেদান্ত নবরূপে প্রকাশিত হয়।

যে-ধর্মকে আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের বিশ্বজনীন ধর্ম বলে চিহ্নিত করি তা বৈদান্তিক ভিত্তিভূমির ওপর প্রতিষ্ঠিত। সত্যকে কোনও একটি বিশেষ ছাঁচের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা যায় না, সত্য তা-ই যা সামগ্রিকভাবে গোটা মনুষ্যজগতকে পরিব্যাপ্ত করে আছে। নৈর্ব্যক্তিক ঈশ্বরে বিশ্বাস যেমন বেদান্তের অনুমোদিত, ব্যক্তি-ঈশ্বরে বিশ্বাসও সেভাবেই বেদান্ত দ্বারা অনুমোদিত। ব্যক্তিসত্তার 'ব্রহ্মে' বিলীন হওয়ার ভাবনা যেমন বেদান্তাশ্রয়ী, ঈশ্বর ও মানবের পৃথকরূপে অবস্থানচিন্তা তেমনি বৈদান্তিক। তুমি শাক্ত হলেও বৈদান্তিক, বৈষ্ণব হলেও বৈদান্তিক, এবং শৈবও প্রকৃত বৈদান্তিক। প্রতিমার সামনে বসেই তুমি মূর্তিকে অতিক্রম করে উত্তরণের সাধনা শুরু কর। বাক্যের মাধ্যমে তুমি যেমন ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা কর, তেমনি নীরবতার মধ্য দিয়েও তাঁর কাছে প্রার্থনা কর। যখন তুমি তোমার আরাধ্য দেবতা বা দেবীর মূর্তির কাছে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন কর, তখন তুমি বস্তুত, তোমার মনের চিন্তার এক আন্তরিক অভিব্যক্তির দ্বারা ঈশ্বরের আরাধনা কর। গীতাতেও আমরা এই একই শিক্ষা লাভ করি। সেখানে ভগবান বলেন, যেকোনও পথ অবলম্বন করেই তুমি তাঁকে পূজা করতে পার। শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্ম সত্যকারের বৈদান্তিক ধর্ম, কারণ সর্বভাবে ব্যাখ্যাত বেদান্তভাবনার দৃষ্টিতেই এই ধর্ম সত্য বলে প্রতীত হয়। এই সত্য উপলব্ধি করেই দক্ষিণেশ্বরের এই সাধকের শতবার্ষিক জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে রচিত কবিতায় লেখেন : ''বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা/ধেয়ানে তোমার মিলিত হয়েছে তারা /তোমার জীবনে অসীমের লীলাপথে/ নূতন তীর্থ রূপ নিল এ জগতে/দেশ-বিদেশের প্রণাম আনিল টানি/ সেথায় আমার প্রণতি দিলাম আনি।'' এই ঐক্যবোধ সর্বভাবের বৈদান্তিক চিন্তার অন্তর্নিহিত ঐক্যের অভিব্যক্তি এবং একমাত্র বেদান্তই পারে এই ঐক্যের অনুপ্রেরণা জাগাতে। *(ক্রমশ)*